এসডিজি বান্ধব সমন্বিত পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

(২০১৯-২০২৪)

উপজেলা পরিষদ

তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ

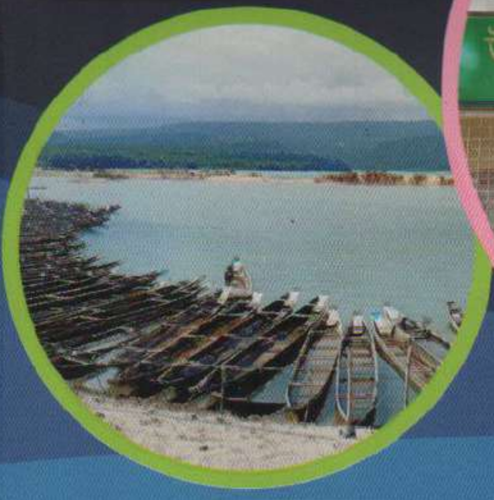

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

EMBASSY OF DENMARK
Danida

UNDP

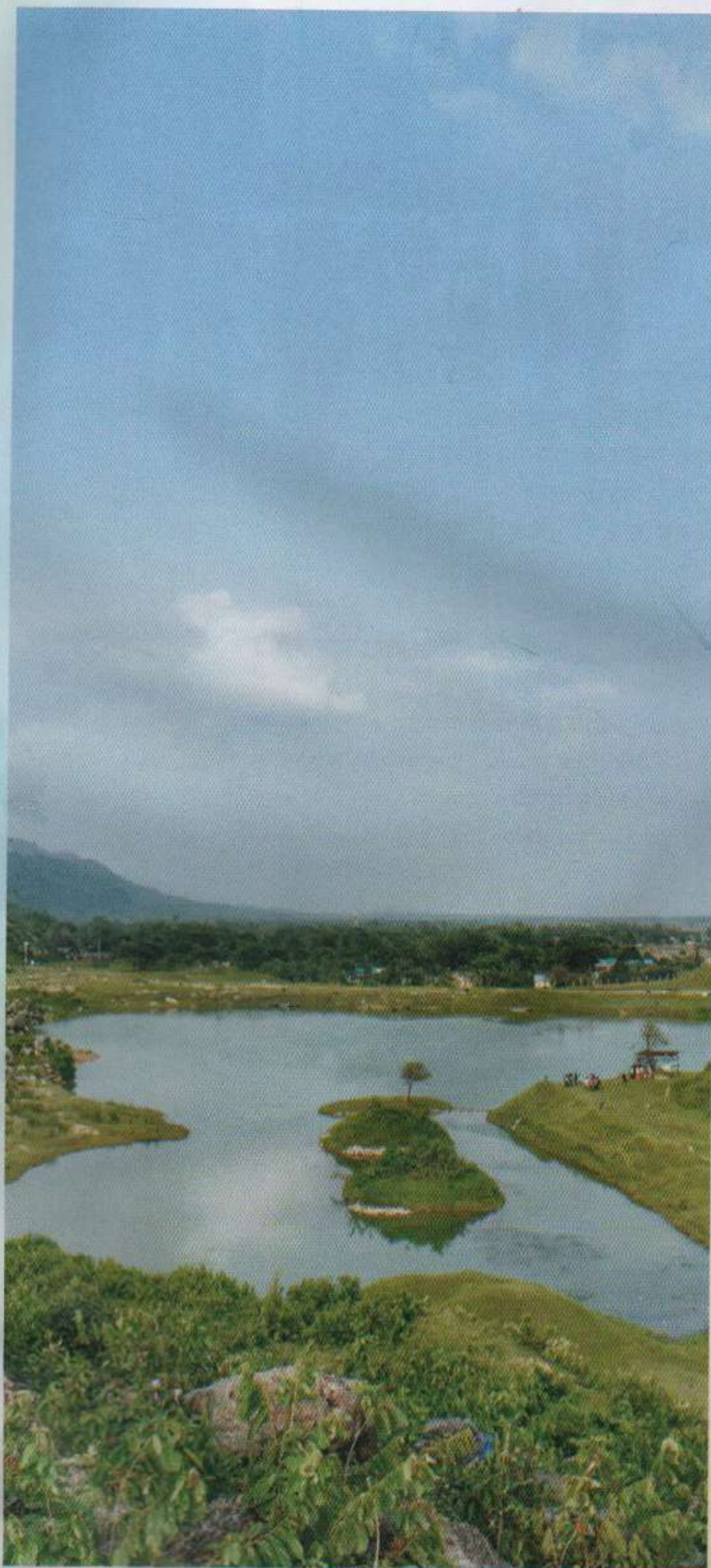

উপদেষ্টা
জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন রতন
মাননীয় সংসদ সদস্য-২২৪, সুনামগঞ্জ-০১

সার্বিক সহযোগিতায়
১। জনাব করুনা সিন্ধু চৌধুরী বাবুল
চেয়ারম্যান, উপজলো পরিষদ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।
২। জনাব রিয়াজ উদ্দিন
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।
২। জনাব খালেদা বেগম
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান,
উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।

সম্পাদনায়
জনাব পদ্মাসন সিংহ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়ঃ
কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার (ইএএলজি) প্রকল্প

বিশেষ সহযোগিতায় ঃ
জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম,
ডিস্ট্রিক ফ্যাসিলিটেটর, ইএএলজি প্রকল্প, সুনামগঞ্জ।

কম্পিউটার কম্পোজ ও অক্ষর বিন্যাস
জনাব মোঃ জহিরুল হক
সি এ, উপজেলা পরিষদ,
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।
ও
জনাব প্রদীপ চন্দ্র শীল
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক,
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।

স্বত্বঃ উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০২০

ডিজাইন ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের নাম:
অক্ষর মুদ্রণ, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, সুনামগঞ্জ।
০১৭৭৭-১৪৩২৭৭

সহায়ক দলিলাদিঃ

এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে যে সকল দলিলাদির সহায়তা গ্রহণকরা হয়েছে-

উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুসরণ পূর্বক উপজেলা পরিষদের এসডিজি বান্ধব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও এনআইএলজি এবং ইএএলজি প্রকল্প কর্তৃক জানুয়ারি ২০২০-এ উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের তিনদিন ব্যাপী 'উপজেলা পরিষদের আইন, বিধিবিধান ও পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ', স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং জাইকার অর্থায়নে ইউআইসিডিপি প্রকল্প কর্তৃক প্রণীত খসড়া 'উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক গাইডলাইন' এবং ইএএলজি প্রকল্প কর্তৃক প্রেরিত শ্যাডো গাইডলাইন সংশ্লিষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ।

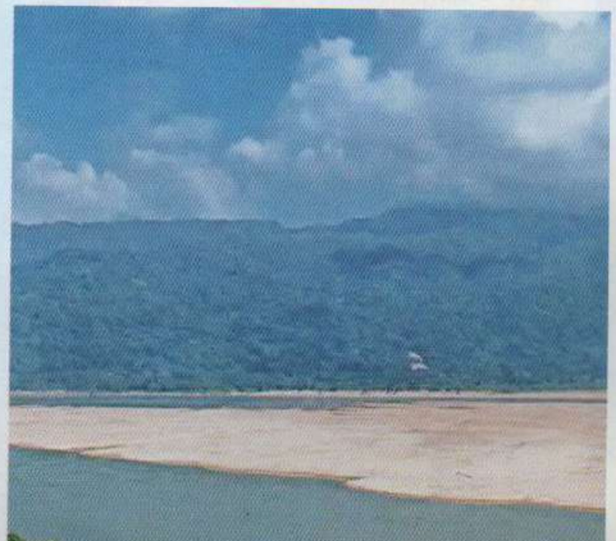

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট উপপরিচাল স্থানীয় সরকার, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজে নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ ভাইস-চেয়ারম্যানবৃ বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় সরকার বিভা কর্মকর্তা/রিসোর্স পার্সন, এনআইএলজি এ ইউআইসিডিপি প্রকল্পের রিসোর্স পার্সনসহ ইএএল প্রকল্পের ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটরদের অবদান অপরিসীম

মুখবন্ধ

তাহিরপুর উপজেলা বাংলার একটি প্রাচীন জনপদ। হাওর বিধৌত এই উপজেলায় ৭টি ইউনিয়ন রয়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওর, শনির হাওর সহ অসংখ্যা ছোট-বড় হাওর রয়েছে। হাওর অঞ্চলের উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুসারে পর্যাপ্ত পরিমাণে সেবা সরবরাহে ভূমিকা রাখার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। উপজেলা পরিষদের রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিত জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং পেশাগত কর্মকান্ডেও পারদর্শী ও জাতি গঠনমূলক সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ। জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে জনগণের আকাংখার সাথে সুর মিলিয়ে স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক সুষম বন্টন ও ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক সেবা সরবরাহ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ। উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০২৪ তাহিরপুর উপজেলার অবহেলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মাইল ফলক হতে পারে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, শতাব্দীর মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করে সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ পুনরায় কার্যকর করেছেন। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও উপজেলা পরিষদ এগিয়ে চলছে। এ ধরনের পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুষম উন্নয়ন চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকায় উপজেলা পর্যায়ে চাহিদা মাফিক সেবা সরবরাহ করা যাচ্ছে না। এ ছাড়াও উপজেলা পরিষদে সম্পদ প্রবাহের নানাবিধ প্রক্রিয়া দৃশ্যমান উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমূহ একটি দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানসহ দৃশ্যমান উন্নয়নও সহজ হবে।এ বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা অনুসরণ করে ইএএলজি প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় তাহিরপুর উপজেলার বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০২৪ প্রকাশনার সাথে জড়িত উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ও জন প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে এমন একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ইএএলজি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

করুনা সিন্ধু চৌধুরী বাবুল
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।

সম্পাদনা

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (০১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে সংশোধিত) কার্যকর করা হয়েছে। উল্লিখিত আইনের আওতায় উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ৯ টি বিধিমালা ও উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল, ২০১৩ প্রকাশ করা হয়েছে। এসব আইন, বিধিমালা প্রণয়নের ফলে এবং তার যথাযথ অনুসরণপূর্বক কার্যকর করতে পারলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ধারা ৪২ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদসমূহ উপজেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উক্ত আইনের ২য় তফসিলে (উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী) এর ১নং ক্রমিকে এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় উপজেলা ইএএলজি প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে গতিশীল ও শক্তিশালী করতে স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক ও পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে তাহিরপুর, উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৯-২০২৪ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তাহিরপুর উপজেলার বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৯-২০২৪ প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা, সরকারি-বেসরকারি খাতের অর্থপ্রবাহ, স্থানীয় চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতিতে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মতামতের মাধ্যমে চাহিদা নির্ণয়পূর্বক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহিরপুর উপজেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত পরিকল্পনার সুষম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করি। জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে যে উদ্যোগ লক্ষ্য করেছি তাতে আমি আশা করতে পারি অচিরেই তাহিরপুর একটি আদর্শ উপজেলায় পরিণত হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়নে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি), প্রকল্প নির্বাচন কমিটিসহ স্থানীয় জন প্রতিনিধিগণ ও পরিষদে ন্যস্ত সকল কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদের ও প্রশাসনের সকল কর্মচারী যারা শ্রম ও পরামর্শ দিয়ে এ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করেছেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পদ্মাসন সিংহ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ

বাণী

মাননীয় সংসদ সদস্য

ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ-কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে গ্রামীণ জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা জরুরী। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গ্রাম বাংলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনগণের আশা আকাংক্ষার সাথে মিল রেখে স্থানীয় পর্যায়ে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ পুনরায় কার্যকর করেছে। উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যকর বিভাগসমূহকে একই পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসলে এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের সেবা প্রাপ্তি সহজতর হবে।

আমার নির্বাচনী এলাকা ২২৪ সুনামগঞ্জ - ০১ আসনের অন্তর্ভুক্ত তাহিরপুর উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ইএএলজি প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) ও বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৯-২০) প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। প্রকৃতপক্ষে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যতীত কোন উন্নয়ন কাজই সার্থকতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে এই প্রকাশনার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবং লব্ধ অভিজ্ঞতা বাস্তবায়নে সাফল্য লাভের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে স্বীকৃতি অর্জনে স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং একই সাথে এর সফল বাস্তবায়ন আশা করছি।

এ ধরনের পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগকে এবং প্রণয়নের সাথে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন রতন
সংসদ সদস্য-২২৪, সুনামগঞ্জ-০১।

বাণী

বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব)

সেবাদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন নিশ্চিত করা সুশাসনের পূর্বশর্ত। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরক
বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তাহিরপুর উপজেলা পরিষদ কর্তৃক " কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার প্রকল্প"
সহযোগিতায় ২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়ায় আমি অত
আনন্দিত। উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিত বে
উন্নয়ন কাজই সফল হয়না। এ ক্ষত্রে তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের এরূপ উদ্যোগ প্রশংসার দাবীদার। তৃণমূল পর্যায়ে চাহি
নির্ণয়পূর্বক প্রণীত বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তাহিরপুর উপজেলা পরিষদকে অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করে তুলবে এ
এ উপজেলাকে একটি আদর্শিক ও নান্দনিক উপজেলায় পরিণত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষি
পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন এবং তাহিরপুর উপজেলার উত্তরো
সমৃদ্ধি কামনা করছি।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব)
সিলেট বিভাগ, সিলেট

বাণী

জেলা প্রশাসক

একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার প্রথম শর্ত হচ্ছে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। আর এ উদ্দেশ্যে তাহিরপুর উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০২৪ প্রণয়নের উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। সেবাদানের ক্ষেত্রে সচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন নিশ্চিত করা সুশাসনের পূর্বশর্ত। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম ও কার্যকর এবং এসডিজির লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ও সেবামুখী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সুশাসন নিশ্চিত করা একান্ত জরুরী। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মতামত গ্রহণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, পরিবীক্ষণ এবং সে আলোকে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে টেকসই উন্নয়ন যেমন সম্ভব হয় তেমনি জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে গণতন্ত্রের ভিত্তিও শক্তিশালী হয়।

তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন দেশের সার্বিক উন্নয়নকে প্রতিফলিত করে আর এই তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন করতে হলে গ্রাম, ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে তাহিরপুর উপজেলা কর্তৃক বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের এই উদ্যোগের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন এবং তাহিরপুর উপজেলার সার্বিক উন্নতি কামনা করছি।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
জেলা প্রশাসক
সুনামগঞ্জ

বাণী

উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), স্থানীয় সরকার

একটি সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সম্মিলিতভ
কাজ করলে সম্পদের সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং দক্ষতা-জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সম্পা
অপচয় রোধ করা যাবে, উন্নয়নের ভিত টেকসই হবে এবং নারীসহ এলাকার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সম্ভব হবে।

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের একটি অপরিহার্য স্তর। এই স্তরকে শক্তিশালী ও অধিকতর কার্যকর করতে বর্ত
সরকার নানামূখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার এসডিসি, ইউএনডিপি ও ড্যানিডার আর্থিক ও কারি
সহায়তায় "কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার প্রকল্প (ইএএলজি)" হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন
প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও স
কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলা পরিষদ তার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য " কার্যকর ও জবাবদিহি
স্থানীয় সরকার প্রকল্প" সহায়তায় বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১৯-২০২৪ প্রণয়ন করেছে জেনে আমি খুবই আনন্দি
সমন্বিত পরিকল্পনা ব্যতিত কোন উন্নয়ন কাজই সফলতার সাথে সম্পন্ন করা যায় না। জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচ
সকলের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণে তৈরীকৃত এই পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বা
পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
স্থানীয় সরকার
সুনামগঞ্জ।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
	প্রথম অধ্যায়	
১.১	প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য	১
১.২	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	২
১.৩	মুখবন্ধ	৩
১.৪	সম্পাদকীয়	৪
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
২.১	বাণী	৫-৮
২.২	সূচীপত্র	৯
	তৃতীয় অধ্যায়	
৩.১	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট	১০
৩.২	উপজেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (মানচিত্র সহ)	১০
৩.৩	ঐতিহ্যগত বিবরণী	১১
	চতুর্থ অধ্যায়ঃ	
৪.১	তাহিরপুর উপজেলার জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থসামাজিক তথ্য উপাত্ত	১১-১২
	পঞ্চম অধ্যায়	
৫.১	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	১৩-১৭
	ষষ্ঠ অধ্যায়	
৬.১	বাজেট সারসংক্ষেপ (ফরম্যাট ৪ অনুসারে)	১৭-২৬
	সপ্তম অধ্যায়	
৭.১	তাহিরপুর উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সম্পদের চিত্রায়ন	২৭-৫৯
৭.২	তাহিরপুর উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বছরভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তাবনা (২০১৯-২০২৪)	৬০-৭১
	অষ্টম অধ্যায়	
৮.১	রূপকল্প বিবরণী	৭২
	নবম অধ্যায়	
৯.১	খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল বিশ্লেষণ	৭৩-৭৭
	দশম অধ্যায়	
১০.১	পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্ল্যানিং ফরম্যাট	৭৭-৭৮
	একাদশ অধ্যায়	
১১.১	পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন ছক	৭৮-৭৯
১১.২	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নমুনা ফরম্যাট	৭৯
১১.৩	তাহিরপুর উপজেলার ইউসিএফবিপিএলআরএম কমিটির সদস্যবৃন্দ	৮০
	দ্বাদশ অধ্যায়	
১২.১	তাহিরপুর উপজেলার পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত অর্থ-বাজেট ও কারিগরি দলের সদস্যবৃন্দের তথ্য	৮০
১২.২	উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল ছক	৮০
১২.৩	উপজেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও ছবি	৮১
১২.৪	উপজেলার পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের নাম, পদবী ও ছবি	৮২
	ফটোগ্যালারি	৮৩-৮৪